২৬) মৌর্য শিল্পকলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

→ প্রাচীন ভারতে শিল্পকলা যে অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল তার মধ্যে মৌর্য যুগের শিল্পায়নের অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মৌর্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ভারতের বিস্তীর্ণ শিল্পকলার প্রাচীনতম নিদর্শন। আনুমানিক 500 খ্রিস্টপূর্বাব্দে নির্মিত রাজগৃহ ও প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ ও সমসাময়িক কালের যক্ষ-যক্ষিনীর যেসব নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, শিল্প মূল্যের বিচারে এই সোপানগুলি যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। মৌর্য আমলে প্রস্তর শিল্পের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে। তবে এই পাথরের ব্যবহারের ক্ষেত্রে পারসিকদের প্রভাব যথেষ্ট লক্ষ্য করা যায়। এই সময় স্থাপত্যের অনেক সৌধগুলি কাঠ দ্বারাও নির্মিত হয়েছিল। মৌর্যযুগে শিল্পকলার নিদর্শনের ভিত্তিতে শিল্পকলার পাঁচটি রূপ দেওয়া যেতে পারে। এগুলি ছিল— স্তম্ভ, স্থাপত্য, গুহা, রাজপ্রাসাদের স্থাপত্য, টেরাকোটা।

মৌর্যযুগে স্তম্ভ বা পিলারের স্থাপত্যের ক্ষেত্রে চুনারের পাথরের নিদর্শন পাওয়া যায়। লাল এবং সাদা বেলে পাথর ও হলুদ বর্ণের সুন্দর দানা বিশিষ্ট কঠিন বেলেপাথর। পাথরগুলি সাধারণত মথুরা এবং চুনার থেকে আনা হত। পাথর কাটা এবং খোঁদাই করার কাজে নিয়োজিত দক্ষ শ্রমিকেরা সাধারণত তক্ষশীলা থেকে আসত। এখানে নির্মিত কিছু পশুমূর্তি সুন্দরভাবে খোঁদাই করা আছে। তাদের মধ্যে সিংহ এবং হাতির প্রাধান্য ছিল বেশি। পশুদের মধ্যে পবিত্র ধর্মচক্রের চিহ্ন খোঁদাই করা হত, ধর্মচক্রে ২৪ টি দন্ড ছিল। স্থাপত্যের ক্ষেত্রে অনেকসময় লোটানো পদ্মের আকারে বা চূড়াগুলি ঘন্টার আকৃতিতে খোঁদাই করা হত।

মৌর্য স্থাপত্য শিল্পকলার মধ্যে সারনাথের সিংহশীর্ষ স্তম্ভ নিঃসন্দেহে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। স্বাধীন ভারত সরকার এটিকে জাতীয় প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেছে। চূড়াটি 7 ফুট ৪ ইঞ্চি। সারনাথের ৪ টি সিংহমূর্তি পরস্পরের দিকে পিছন করে দাঁড়ানো অবস্থায় খোদাই করা আছে। সিংহগুলির পিঠের ওপর একটি চক্র আছে। চূড়ার নীচের দিকটি ঘন্টার

আকৃতি বা পদ্মের মতো। এর ওপরে ৪ পশুর মূর্তি খোদাই করা আছে।
যথা- হাতি, ঘোড়া, ষাঁড় ও সিংহ। বৈদিক মতে এটি চারটি দিকের
প্রতীক। প্রতিটি প্রাণীর প্রতীকের পাশে ছিল একটি করে চক্র। মৌর্য
যুগের স্থাপত্যগুলিতে বিভিন্ন শিল্প সুষমা ও ভাস্কর্যের ব্যবহার দেখা যায়।
এই সময়ে নির্মিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য ছিল- বেসনগরের যক্ষী
মূর্তি, পারখামের যক্ষ মূর্তি, দিদারগঞ্জের চৌরি ভল্লুকের মূর্তি এবং
উড়িষ্যার ধৌলির পাথরের সিংহমূর্তি ছিল উল্লেখযোগ্য।

ভাস্কর্যের তুলনায় মৌর্য যুগের স্থাপত্য
অনেকটাই নিকৃষ্ট মানের। গ্রিক লেখকগণ অবশ্য পাটলিপুত্রে মৌর্যের
প্রাসাদকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মনোরম ও চোকচমকপূর্ণ বলে মনে
করেছেন। সম্রাট অশোক নির্মিত বৌদ্ধস্তুপগুলি মৌর্য স্থাপত্যকলার
নিদর্শন। স্বরূপ আজও বর্তমান। কথিত আছে অশোক প্রায় ৮৪ হাজার
স্তুপ নির্মাণ করেন। এরমধ্যে ভোপালের সাঁচীস্তুপ ছিল সবচেয়ে প্রসিদ্ধ।
মৌর্যযুগের আর একটি ঐতিহ্য হল গুহাস্তম্ভ। গুহাগুলির ভিতরের
দেওয়াল ছিল পালিশ করা ও চকচকে। এগুলি ছিল বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের
বসবাসের জন্য উপাসনা গৃহ। এসময় অনেক উপাসনা গৃহ ও চৈত্য
নির্মাণের উদ্দেশ্য অনেক গুহাস্তম্ভ খোঁদাই করা হত। মৌর্য সম্রাট
অশোক এবং দশরথ এরকম কয়েকটি গুহা নির্মাণ করেন। বোধিগয়ার
কাছে বরাবর পাহাড় সুদাম ও লোমাস ঋষিতে দেখা যায়
পাথরের সাথে সাথে স্থাপত্যে কাঠের কাজও।

মৌর্য শিল্পকলার একটি স্বরসম্পূর্ণ
নিদর্শন ছিল পাটনার কাছে কুমরাহারে প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ।
এখানে রাজধানী পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদ এবং হলঘর ছিল সবচেয়ে
সুন্দর ও অত্যাশ্চর্য। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল একমাত্র
থামবিশিষ্ট হলঘরটি। পরবর্তীতে চিনা পরিব্রাজক ফা হিয়েন রাজ্য-
প্রাসাদের আয়তন ও স্থাপত্য দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হন। মৌর্য শিল্প
কলায় কিছু টেরাকোটা শিল্পেরও নিদর্শন পাওয়া যায়। অহিচ্ছত্র,
পাটলিপুত্র এবং তক্ষশীলাতে এরকম টেরাকোটা শিল্পের নিদর্শন
দেখা গেছে। এগুলির মধ্যে ছিল প্রাচীন মূর্তি, দেবদেবীর মূর্তি, খেলনা,
পশুটানা চাকা, ঘুঁটি প্রভৃতি। এরমধ্যে পশুগুলির মধ্যে প্রিয় ছিল
হাতি। অলংকরণগুলি ছিল অনেকটাই গোলাকার। তবে অলংকরণে
গ্রিক ও পারসিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

মৌর্য শিল্পকলার উৎপত্তি ও উৎকর্ষতা বিষয়ে অনেক গবেষক ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। একদল গবেষক বলেন সিন্ধু সভ্যতার যে শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল তার দ্বারা প্রবাহিত হয় মৌর্য শিল্পকলার। অপর একদলে গবেষক মনে করেন মৌর্য শিল্পকলায় দেখা যায় নিজস্ব রীতি-নীতি এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এবং চিন্তার দিক থেকেও ছিল অনেকখানি মুক্ত। তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে মৌর্য শিল্পকলায় গ্রিক ও পারসিক প্রভাব দেখা যায়। জন মার্শাল বলেন যে মৌর্য শিল্পকলায় নির্মিত পারখাম মূর্তি ও সারনাথ স্তম্ভে ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পের আলখম ও শ্রেষ্ঠতা হিসাবে গণ্য করা যায়।